

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ  
রিসার্চের বিষয়ঃ  
চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিশা জামান

রোলঃ 216020348

৩০ মে, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ  
রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক  
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিশা জামান

রোলঃ 216020348

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বিধান” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিশা জামান, আইডিঃ 216020348 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

---

### তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি জোবায়ের হাসান  
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।  
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা –  
আইওএম

---

### এক্সটারনালঃ

নাম:  
ডিপার্টমেন্ট:  
প্রতিষ্ঠান:

## ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বিধান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

**তানিশা জামান**

আইডি: 216020348

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক  
স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

## সূচিপত্র

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ভূমিকা:.....                                                                    | 5  |
| নামাযের পরিচয়:.....                                                            | 7  |
| নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত:.....                                                   | 7  |
| চেয়ারে বসে নামায আদায়ের হুকুম:.....                                           | 11 |
| চেয়ারে নামায কীভাবে শুরু করবে:.....                                            | 13 |
| চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিধান:.....                  | 14 |
| কখন চেয়ারে বসে নামায পড়া যায়:.....                                           | 15 |
| চেয়ারে বসে ইমামতি করা:.....                                                    | 20 |
| ইমামের সন্নিহিতে চেয়ার রেখে নামায পড়ার হুকুম:.....                            | 20 |
| যাদের জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয:.....                        | 21 |
| যাদের জন্য নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার জায়েয:.....                        | 22 |
| যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয:.....                                | 25 |
| চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি:.....                         | 27 |
| যমীনে বসা ও সিজদাহ করা কষ্টকর হলে শরীর ঝুঁকিয়ে ইশারায় সিজদাহ করার হুকুম:..... | 27 |
| চেয়ারে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত বিধিবিধান:.....                                | 28 |
| চেয়ারে নামায আদায়কারীর জ্ঞাতব্য:.....                                         | 30 |
| সতর্কীকরণ:.....                                                                 | 31 |
| উপসংহার:.....                                                                   | 32 |

## ভূমিকা:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইসলামের সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং ঈমানের পর সবচেয়ে বড় ফরয হচ্ছে নামায। নামায হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বিচার দিবসে আল্লাহ বান্দার থেকে সর্বপ্রথম নামাজের হিসেব নিবেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ.

কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের মাধ্যমে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৪৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৬৬

নামায হচ্ছে হিকমাহপূর্ণ এক অলৌকিক তরবিয়ত-ব্যবস্থা। নামাযের মাধ্যমেই ইখলাস, আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিলোপের মহৎ গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, যা বান্দাকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে। নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা'দা তথা বৈঠক। নামায শব্দটি এসেছে ফারসি ভাষা থেকে। এর আরবি মূল শব্দ হচ্ছে সালাত। আর নামাযের রুহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে ছোট হয়ে হাজির হওয়া। এই হাকীকত ও রুহানিয়তের প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না। নামায আদায়ের পদ্ধতি হলো, নামাযের সকল আরকান, ওয়াজিবাত, সুনান এবং আদাব ও মুস্তাহাব্বাতের প্রতি যথাযথ খেয়াল রেখে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা এবং রুকু-সিজদা যথা নিয়মে আদায় করা। কুরআন-সুন্নাহতে নামাযের যে পদ্ধতি ফরয করা হয়েছে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সেই ফরয আদায় করা সম্ভবই নয়। যে কোনো ওয়রের কারণেই কেউ মায়ূর সাব্যস্ত হয় না।

তাই মামুলী ওয়রের কারণে নিজেকে মায়ূর মনে করা বৈধ নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হলো, যতটুকু ওজর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এক ওজরের কারণে সকল ফরয থেকে তো মাফ নেই। যেমন, নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ হবে না। রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কা'দা (তাশাহহুদের জন্য যমিনে বসা)-ও মাফ হয়ে যাবে বিষয়টি এমন নয়। অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না বরং

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

‘দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।’

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হলো দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে/সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে/সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা, হালকা ব্যথা-বেদনার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন, যারা হাঁটা-চলা, উঠা-বসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাযের সময় তারা মায়ূর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন। অথচ অনেকেই অবচেতনভাবে তা ভুল করে যাচ্ছে। বর্তমানে চেয়ারে বসে নামায আদায় একটি অভ্যাস ও ফ্যাশনে পরিণত হয়ে গিয়েছে। যা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী। এটাকে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য সীমাবদ্ধ করা উচিত যিনি নিচে বসতে অক্ষম। এবং প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত। এমন অনেকেই আছেন যারা দাঁড়াতে পারেন কিন্তু

বসে রুকু বা সিদজাহ করতে পারেন না। অথচ তারা না দাঁড়িয়েই বসে বসে নামায আদায় করে থাকেন। অথচ প্রতি রাকাতে দাঁড়ানো নামাযের রুকন। এ ধরনের ভুল অনেকেই করে থাকে। নিম্নে চেয়ারে বসে নামায আদায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

### নামাযের পরিচয়:

নামায ফারসি শব্দ এর মূলশব্দ হচ্ছে সালাত, যেটি আরবি ভাষা থেকে আগত। যার অর্থ হচ্ছে “প্রার্থনা”, “দোয়া” বা “প্রশংসা” এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। কোরআনে ইসলামী আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা হিসেবে সালাত শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। নামায তাকবিরে তাহরীমার মাধ্যমে শুরু হয়ে, রুকু সিজদাহ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ করা হয়। সালাত ই একমাত্র ইবাদত যেটার মাধ্যমে বান্দা রবের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথন জারি রাখতে পারে।

### নামাযের গুরুত্ব ও ফজিলত:

নামায কালেমা শাহাদাতের স্বীকৃতির পরই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আর নামাযে অলসতাকারীদের মধ্যে শ্রেণিভেদ রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন যে সে কখনও নামায আদায় করে না, এটি হলো কুফুরী। তাদের মধ্যে কেউ নামাযের ব্যাপারে অলসতাকারী। বাস্তবে তাদের আধিক্যই দেখা যায় অথচ নামায হলো ইসলামের বৃহত্তম নিদর্শন ও প্রতীক।

মহান আল্লাহ তার ইবাদতের জন্যই মানুষ ও জ্বীন উভয় জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার (আল্লাহর)

ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

নামায আদায় স্রষ্টার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এমন এক ইবাদত যা বালেগ-বালেগা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এ নামায আদায়ে আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণের পাশাপাশি দুনিয়াবী নগদ কল্যাণও আছে।

নামায হলো, মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। নামাযই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। নামাযের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। নামায গুনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়।

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর।-সূরা বাকারা (২) : ৪৩

একমাত্র মুমিনই আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল। আর কুরআনে বহু জায়গায় মুমিনদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ বস্তুত নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যে, যদি মুমিন হও তাহলে নামায কায়েম কর।

নামায এমন এক ইবাদত যা সারাবছর দৈনিক পাঁচবার আদায় করতে হয়। নামায এমন এক ইবাদত যা আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপরেই ফরজ করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। নামাজের অনেক লাভ ও ফজিলত আছে। নিম্নে নামাযের কিছু ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

(১) প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। (বুখারী: ৫২৮)

(২) কবীরা গুনাহ না করলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমুআবারের জুমুআ আদায়-এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মুছে যায়। (মুসলিম: ২৩৩)

(৩) কোনো মুসলিম যখন ভালো করে ওযু করে পাঁচ বেলা নামায আদায় করে। তার পাপরাশিগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনভাবে শুষ্ক ডালা থেকে এর পাতাগুলো ঝরে যায়। (সহীহ তারগীব: ৩৫৬)

(৪) যার নামায সুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যাবে। বিপরীতে যার নামায শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না। (সহীহ তারগীব: ৩৬৯)।

(৫) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম: ৪৮৮)।

(৬) সাহাবী বারীরা বিন কা'ব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমি আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, “তাহলে বেশি বেশি সিজদা কর (অর্থাৎ নফল নামায বেশি বেশি পড়)। (মুসলিম: ৪৮৯)।

(৭) যে লোক সুন্দর করে ওযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।

(৮) জামাআতে নামায পড়লে এক নামাযে এর প্রতিদান পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় (বুখারী: ৬৪৭)। আরেক হাদীসে আছে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। (বুখারী)

(৯) নবী (স) তার সাহাবী বুরাইদা (রা)-কে বললেন, যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে (নামাযের জন্য) মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাকে কিয়ামতের দিনের নূরের সুসংবাদ দাও। (সহীহ তারগীব: ৩১০)

(১০) যে ব্যক্তি তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বেহুদা (কথা ও) কার্যকলাপ না করে তাহলে তার নাম ইল্লিয়্যানে লেখা হয়। (সহীহ তারগীব: ৩১৫)

## চেয়ারে বসে নামায আদায়ের হুকুম:

### ■ প্রথম অবস্থা:

যে ব্যক্তি রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে কiyাম, রুকু, কিংবা সিজদাহ কোনোটিই করতে সক্ষম নয়। তারা যেভাবে বসে তাদের পক্ষে নামায আদায় করা সম্ভব হয় সেভাবেই আদায় করতে পারবেন। কারণ আল্লাহ বলেন, “সুতরাং তোমরা যতটুকু সম্ভব ততটুকু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো।” তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন, “আল্লাহ কোনো আত্মাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না”।

নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে নামায আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয় তবে ইমাম সাহেবকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। তাছাড়া কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আরও নিয়ম হচ্ছে যে, চেয়ারটি হবে আকারে ছোট। অর্থাৎ যতটুকু না হলে প্রয়োজন পুরো হয় না ততটুকুই। যাতে পার্শ্বস্থ ও পিছনের অন্যান্য মুসল্লিদের কাতার নষ্ট বা সোজা করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

### ■ দ্বিতীয় অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কiyাম ও রুকু করতে সক্ষম কিন্তু সে সিজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি সাধারণ নামায আদায় করবে। সে কiyাম ও রুকু যথা নিয়মে আদায় করবে। কিন্তু যখন সিজদাহ করার সময় হবে তখন সে চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত সিজদাহ আদায় করবে। অর্থাৎ রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকে সিজদাহ দিবে।

### ■ তৃতীয় অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ কিন্তু রুকু ও সিজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে শুরু করবে। সে যথা নিয়মে কিয়াম করার পর যখন রুকু ও সিজদাহ করার সময় হবে তখন চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত রুকু ও সিজদাহ আদায় করবে। অর্থাৎ ঝুঁকে রুকু আদায় করবে, কিন্তু সিজদাতে রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকবে।

### ■ চতুর্থ অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ নয় কিন্তু সে রুকু ও সিজদাহ করতে সক্ষম। তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করবে। তারপর যখন রুকুর করতে চাইবে তখন চেয়ার ছেড়ে স্বাভাবিকভাবে রুকু করবে। তারপর সে সিজদাহ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সিজদায় চলে যাবে। মনে রাখতে হবে যে রুখসত তথা ছাড় শুধু প্রয়োজন মোতাবেকই হবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না। যখন রুখসতের প্রয়োজন হয় তখন তার উপর আমল করবে, সেটা অন্য আমলের সময় নেওয়া যাবে না। প্রয়োজনকে তার গণ্ডির ভিতরেই রাখতে হবে।

### ■ পঞ্চম অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) রুকু ও সিজদাহ করতে সক্ষম। কিন্তু সে কিয়াম কিংবা রুকু করতে সমর্থ নয়। তাহলে সে চেয়ারে বসে নামায আদায় করবে। তারপর যখন সিজদাহ করার সময় হবে তখন স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সিজদায় চলে যাবে।

মুসল্লির জানা উচিত যে, এগুলো হচ্ছে ফরয নামাযের বিধান। যদি নফল নামায হয় তবে সেটা পুরোটাই বসে পড়ার বিধান রয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাহনের উপর নামায আদায় করা সাব্যস্ত রয়েছে। তিনি বাহনের

উপর ফরয নামায আদায় করতেন না। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে সে দাঁড়িয়ে আদায় করার অর্ধেক নামায প্রাপ্ত হবে” সে হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যার ওজর নেই। পক্ষান্তরে যার ওজর রয়েছে তিনি বসে বড়লেও পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবেন। [আল্লাহই ভালো জানেন]

#### ■ ষষ্ঠ অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) নামাযের সকল রুকনই যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম। তবে সে তাশাহহুদে বসতে অক্ষম। এমতাবস্থায় সে সাধারণভাবেই নামায আদায় করতে থাকবে, অতঃপর যখন তাশাহহুদের বসা আসবে তখন চেয়ারে বসে পড়বে।

#### ■ সপ্তম অবস্থা:

প্রতিবন্ধী ও রোগীদের নামাযের ব্যাপারে মূল হচ্ছে তারা মাটিতে বসে নামায আদায় করবে। কিন্তু যদি চেয়ারে বসে আদায় করা হয় তবে তা জায়েয।

### চেয়ারে নামায কীভাবে শুরু করবে:

চেয়ারে নামায আদায়কারী ব্যক্তি বসেই নামায শুরু করবে নাকি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে তারপর বসবে? নাকি প্রথম রাকাতে কিয়াম আদায় করার পর রুকুর সময় বসবে, না রুকুও দাঁড়িয়ে আদায় করার পর সিজদার সময় বসবে এবং বাকী নামায বসে আদায় করবে? নিম্নে এ সম্পর্কে জানানো হলো:

যদি কোনো ব্যক্তি শুরু থেকেই একেবারে দাঁড়াতে সক্ষম হয়, অথবা দাঁড়ালে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় সে শুরু থেকেই নামায বসে আদায় করবে, তবে যদি কোনো ব্যক্তি বিনা কষ্টে কিছু সময় কিয়াম করতে সক্ষম হয় তাহলে সে ওই পরিমাণ সময় কিয়াম করবে। অতঃপর রুকু করে সিজদার সময় বসে ইশারায় সিজদাহ আদায়

করবে।

### চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিধান:

যে ক্ষেত্রে শরয়ি ওজরের কারণে চেয়ারে বসে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে, সেক্ষেত্রে সিজদার সময় ইশারার উপর ই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। নিম্নে দুটি বিধান সম্পর্কে দেয়া হলো-

■ যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যেকোনোভাবে মাটিতে বসে রুকু সিজদা করে নামায আদায় করতে পারে, তাকে মাটিতে বসেই রুকু সিজদা করে নামায আদায় করতে হবে। চেয়ার বা এ জাতীয় কিছুতে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করা জায়েজ হবে না।

■ আর কেউ যদি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কোমড় বা হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ায় সিজদা করার শক্তি না রাখে অথবা সে মাটিতে বসতে পারে, কিন্তু রুকু সিজদার শক্তি রাখে না, এরূপ লোক মাটিতে বসে নামায আদায় করবে। চেয়ার বা এজাতীয় কিছু ব্যবহার করা তাদের জন্য উচিত নয়। তবে যদি কোনোভাবেই মাটিতে বসা দুঃসাধ্য হয়ে

পড়ে,তখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যেতে পারে। এ অবস্থায় চেয়ার ব্যবহার করলেও সাদামাটা চেয়ার ব্যবহার করবে।আসলে অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থাভেদে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বিভিন্ন হুকুম হতে পারে।তাই এ বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য কাম্য নয়।

### কখন চেয়ারে বসে নামায পড়া যায়:

চেয়ারে বসে নামায পড়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ফরজ নামাযে কিয়াম করতে সক্ষম না হয়, তবে রুকু-সিজদা করতে পারে তাহলে এমতাবস্থায় সে যদি যমীন বা খাট ইত্যাদিতে বসে নামায আদায় করতে পারে তাহলে সে যমীন বা খাটে বসেই নামায আদায় করবে।আর এ অবস্থায় উক্ত মাযুর ব্যক্তির জন্য নিয়মমাফিক ঝুঁকে রুকু করা এবং যমীন, খাট ইত্যাদিতে মাথা রেখে সিজদা করা জরুরী।শুধু ইশারায় রুকু- সিজদা করা জায়েয নেই এবং এর দ্বারা নামায হবে না। হ্যাঁ দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে যমীনে মাথা রেখে সিজদা করতে সক্ষম না হয় অথবা সিজদা করতে সীমাহীন কষ্ট হয় তাহলে সে খাট ইত্যাদিতে মাথা রাখা ছাড়াই শুধু ইশারায় রুকু-সিজদা করবে। এর দ্বারাই তার সিজদা আদায় হয়ে যাবে। আর এ অবস্থায় অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি রুকু-সিজদা অথবা শুধু সিজদা করতে অক্ষম হয় তাহলে সে ব্যক্তির জন্য যেহেতু যমীনে বসে ইশারা করা আবশ্যিক নয়, বরং দাঁড়িয়ে ইশারা করাও বৈধ। তাই এমন ব্যক্তি যদি চেয়ারে বসে ইশারা করে তাহলে তার জন্য তাও বৈধ হবে।তবে রুকু-সিজদা করতে সক্ষম হওয়া অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায পড়া বৈধ নয়। আর উপরোক্ত যে অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায পড়ার অবকাশ রয়েছে সে অবস্থায় যদি যমীনে বসে নামায পড়তে পারে তাহলে তার যমীনে বসে নামায আদায় করা উচিত অযথা চেয়ারে নামায পড়া উচিত নয়।

ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না।

বরং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটিতে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

আমার একবার অর্শগেজ হয়ে গেলো। আমি এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিকট নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, তুমি দাড়িয়ে নামায পড়বে, তারপর দাড়ানো সম্ভব না হলে বসে বসে নামায পড়বে। যদি বসেও সম্ভব না হয় তাহলে হেলান দিয়ে নামায আদায় করবে। (সহীহ বোখারী-১১১৭)

এর থেকে স্পষ্ট যে বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হলো দাঁড়ানো সম্ভব না হওয়া অর্থাৎ দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে অথবা সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে অথবা সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা। আর কোন প্রকারের অসুস্থতা অক্ষমতা গণ্য হবে কোনটি গণ্য হবে না এবং এর মানদণ্ড কী ফকীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বর্ণিত রয়েছে,

ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر

যদি কেউ নামাযে কিছু সময় কিয়াম করার পর অক্ষম হয়ে যায়, এবং এরপর আর দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে, সে নামাযে ততটুকুই দাড়াবে যতটুকু তার জন্য সম্ভব হবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৩৬)

তারপর উল্লেখ করা হয়,

وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم يصح، كذا في البحر الرائق.

যদি কেউ নামাযে কিয়াম,রুকু,সিজদা করতে অক্ষম থাকে,কিন্তু সে আবার বসে বসে পড়তে সক্ষম হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে,;সে বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে।এবং সেজদার সময় মাথাকে রুকু থেকে একটু বেশী নিচু করবে।(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)তবে যদি কেউ রুকু এবং সেজদার সময়ে মাথাকে সমান করে রাখে তাহলে তার নামাযই বিশুদ্ধ হবে না।(বাহরুর রায়েক)

মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে মায়মুন রাহ. বলেন, তার পিতা মায়মুন ইবনে মেহরান রাহ.-কে প্রশ্ন করা হল

مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟

অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদণ্ড কী?

উত্তরে তিনি বলেন-

إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا.

যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না এ অবস্থায় পৌঁছলে সে বসে নামায পড়তে পারবে। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, বর্ণনা ৪১২৬)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুহীতুল বুরহানীতে আছে

وقال عليه السلام لعمران بن حصين رضي الله عنه حين عاده وهو مريض: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماءاً والمعنى في ذلك أن الطاعة بحسب الطاقة. وقوله: فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً بذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

(আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬)

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন

يخاف لكن، القيام على قدر لو حتى الحقيقي العجز من أعم المراد (المريض عجز إذا قوله) يجز لم مشقة نوع لحقه فإن، تركه له جاز قام إذا شديدا ألما يجد كان أو براء إبطاء بسببه بسببها القيام ترك

(ফাতহুল কাদীর ২/৩)

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই কিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফকীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন

وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩৫১)

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন

(قوله خاف (أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق.

(রদ্দুল মুহতার ২/৯৬)

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাযের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি না এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামায শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে নামায সহীহ নাও হতে পারে।

## চেয়ারে বসে ইমামতি করা:

যদি যদি কোন জনৈক বুয়ুর্গ ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায পড়েন । তার ভক্তবৃন্দ সকলেই তার পিছনে নামায পড়তে আগ্রহী হয়ে থাকে।এমতাবস্থায় তার জন্য ইমামতি করা বৈধ কিনা? অর্থাৎ তার পিছনে ইজ্তেদা করলে তার নামায সহীহ হবে কিনা নিম্নে আমরা এ সম্পর্কে জেনে নেই -

এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানে তার মত ইশারাকারী মাজুরদের নামাযতো তার পিছনে সহীহ হবে কিন্তু রুকু-সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের নামায তার পিছনে তো সহীহ হবে না।কেননা ইশারায় নামায আদায়কারীর পিছনে রুকু-সেজদা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের ইজ্তেদা সহীহ নেই।

## ইমামের সন্নিহিতে চেয়ার রেখে নামায পড়ার হুকুম:

চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্যে নামাযের শুরুতে মসজিদের কোণায় চেয়ার রেখে নামায পড়া উত্তম নাকি সে ইমামের কাছাকাছিও চেয়ার রেখে নামায পড়তে পারে? অনেক সময় কাতারে মুসল্লী কম হলে সে যদি কোণে দাঁড়ায় তাহলে দেখা যায় যে, তার মাঝে এবং অন্যান্য মুসল্লিদের মাঝে কাতারে ফাঁকা থেকে যায়। নিম্নে আমরা এ সম্পর্কে জেনে নেই-

অন্যান্য মুসল্লীদের দ্বারা যদি কাতার পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য মসজিদের কোণে নামায পড়াই উত্তম। যদিও ইমামের কাছাকাছি বা কাতারের মাঝেও তার জন্য নামায পড়া জায়েয আছে। আর চেয়ারের পায়া কাতারের পিছনে রেখে নামায আদায়কারীদের জন্য তো কাতারের কোনো পার্শ্বে নামায পড়াই উচিত যাতে চেহার রাখার কারণে কাতারে ফাঁকা সৃষ্টি না হয়।(আল্লাহই ভালো জানেন)

যাদের জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয:

যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (তাশাহুদদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

মোদাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়রের কারণে চেয়ারে বসা জায়েয নয়।

## যাদের জন্য নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার জায়েয:

১. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। তার জন্য সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদার সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করে তবে তার নামায সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকুুর সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরুহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয। বরং শুরু থেকেই তার যমিনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে না এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথা নিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম

আবু হানীফা রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব। আর এটাই বাকি তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। যমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং ‘ফাতহুল কাদীর’ খ. ১ পৃ. ৪৬০, ‘আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং ‘ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই ‘কওল’ (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খণ্ডন করেছেন যে, ‘শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।’ তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

এমনকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমিনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না।

বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ-ও বলেছেন যে, যমিনের উপর সিজদা করতে সক্ষম কোনো মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না।

(لأن المسألة من الاجتهاديات، و القول المشهور و إن كان مرجوحاً من حيث الدليل و لكنه ليس من الزلات المحضة، فله بعض الأدلة أيضاً، مذكور في " مختصر اختلاف العلماء " ج ١ ص ٣٢٥)

৩. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর যমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহুদ যমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমিনে কা'দা-এর পরীবর্তে চেয়ারে বসা মাকরুহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। সে যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামায মাকরুহ তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

## যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয:

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মায়ূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।

৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমিনে সিজদাও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহুদেদে সুরতে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমিনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমিনে সিজদা করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম ও

রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি যমিনে সিজদা না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামায সহীহ হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে; নতুবা তার নামায সহীহ হবে না।

## চেয়ারে বসে নামাযের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি:

যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো। আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম।

## যমীনে বসা ও সিজদাহ করা কষ্টকর হলে শরীর ঝুঁকিয়ে ইশারায় সিজদাহ করার হুকুম:

বাস্তবতা হলো যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে অধিকাংশ বয়স্ক লোক এবং ওই সকল লোক যারা যমীনে বসতে অভ্যস্ত নয় তারা এই সমস্যার সম্মুখীন হয় যে, তারা সহজেই সুন্নত তরিকায় কিয়াম ও রুকু করতে পারে কিন্তু তাদের জন্য যমীনে বসা এবং সিজদাহ করা কষ্টকর। অধিকাংশ লোক চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সেজদা করে নামায আদায় করে এমতাবস্থায় তাদের জন্য কি চেয়ারে বসে শরীর ঝুঁকিয়ে ইশারায় রুকু সেজদা আদায় করা যথেষ্ট? জনৈক আলেমেদ্বীন বলেছেন যে, এমতাবস্থায় যমীনে বসে পায়ের নলা ক্বেবলার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মাথার ইশারায় রুকু সিজদাহ আদায় করা উচিত।

তার এ কথা কি সঠিক? উল্লিখিত অবস্থায় কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা উত্তম? নিম্নে এ সম্পর্কে বলা হলো:

এমন ব্যক্তি যদি যমীনে বসে কোনো রকম কষ্ট করে হলেও যমীনে সিজদাহ করতে সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য সিজদাহ করা ফরজ। চাই তা যমীনে অনূর্ধ্ব এক বিঘত উঁচু কোনো কাঠ রেখে, পা ছড়িয়ে ইত্যাদি যে কোনো ভাবে হোক। শুধু শরীর ঝুঁকিয়ে ইশরা করা যথেষ্ট নয়। তবে যদি সে কোনো ভাবেই যমীনে সিজদাহ করতে সক্ষম না হয় তাহলে ইশারায় সিজদাহ আদায় করবে। চাই যমীনে বসে হোক বা চেয়ারে। তবে সম্ভব হলে যমীনে বসাই উত্তম। (চাই পা ছড়িয়েই হোক)

### চেয়ারে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত বিধিবিধান:

১. মুসল্লি যদি কাতারের মাঝখানে হয় তবে চেয়ারের পিছনের পা দু'টিকে কাতারের মধ্যে রাখতে হবে। এমতাবস্থায় সে নিজের শরীর নিয়ে কাতার থেকে সামনে এগিয়ে বসবে। যাতে করে পিছনের কাতার নষ্ট না হয়।

২. আর যদি চেয়ার কাতারের এক পার্শ্বে কিংবা কাতারসমূহের পিছনে থাকে, আর তার পিছনে কোনো কাতার না থাকে তবে সে চেয়ারের সামনের পা দু'টি কাতারের মধ্যে রাখবে, আর সে শরীর নিয়ে কাতারে থাকবে, শরীর নিয়ে কাতারের সামনে এগিয়ে যাবে না।

নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয় তবে ইমাম সাহেবকে বিব্রতকর

অবস্থায় পড়তে হবে। তাছাড়া কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

৩. মুসল্লির জন্য এটা জায়েয হবে না যে সে রুকু ও সাজদার সময় চেয়ার সামনের দিকে টেনে নিবে আবার দাঁড়ানো অবস্থায় সেটাকে আবার পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এর উল্টোটাও করা জায়েয হবে না। এ ধরনের কাজ অপ্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর কোনো দরকারও নেই।

তাছাড়া যারা চেয়ারে সালাত আদায় করবে তাদের উচিত যে চেয়ারে তারা বসছে সেটা ঠিক আছে কি না তা যাচাই করে নেওয়া। কারণ এ সকল চেয়ার অনেক সময় ধরে মসজিদে থাকার কারণে সেগুলো কিছু সময় ঠিক থাকার পরে অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া কারও কারও ওজন বেশি হলে তার ভার সহিতে না পেয়ে চেয়ারের পা ভেঙ্গে সে নিজে পড়ে যেমন ব্যথা পেতে পারে তেমনি পার্শ্বস্থ অন্য কাউকেও কষ্ট দিতে পারে।

আবার কিছু কিছু চেয়ার রয়েছে যা কোনো দানকারীর মাধ্যমে এসেছে। এগুলোর উপকারিতা সকলের জন্যই। কেউ সেগুলোকে নিজের মত করে রিজার্ভ করে নিতে পারে না। বরং মসজিদে প্রবেশের পর যা পাওয়া যাবে তাতে সে সালাত আদায় করবে। তবে যদি কেউ নিজের মালিকানায় কোনো চেয়ার খরিদ করে মসজিদে রাখে তাহলে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও উচিত হবে না সেটায় হস্তক্ষেপ করা। [আর আল্লাহই ভালো জানেন]

## চেয়ারে নামায আদায়কারীর জ্ঞাতব্য:

এটা জানা থাকা উচিত যে, যে ব্যক্তি চেয়ারে সালাত আদায় করবে তার সালাতে বিনয় ও নম্রতার ঘাটতি থাকবেই। কারণ এর মাধ্যমে সে সালাতের রুকনসমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারছে না। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনেই কেবল এ রুখসত বা ছাড় গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়া তার উচিত সালাতে মন-প্রাণ হাজির রাখার বিষয়টি সর্বদা আমলে রাখা। যতটুকু সম্ভব অসাবধানতা থেকে দূরে থাকা।

যেহেতু চেয়ারে সালাত আদায়কারী অধিকাংশই রোগী হয়ে থাকেন, তাই তাদের জন্য সালাতে খুব আগে আসা পছন্দনীয় কাজ নয়। বিশেষ করে জুম'আর সালাতে। কারণ তাদের কাউকেও দেখা যায় যে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ ইমাম মিম্বারে খুৎবা দিচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো নেককার লোক বলেছেন, একবার এক অসুস্থ চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল, ইমাম সাহেব সালাত আদায় করে শেষ করে চলে গেল, মানুষরাও চলে যাওয়ার পর মসজিদ পরিষ্কার করার সময় তাকে জাগানো হলে সে বলল, আমি সালাতের অপেক্ষায় রয়েছি, সময় এখন কত? ইত্যাদি। অথচ তার জুম'আর সালাত ছুটে গেছে।

মাস'আলা: যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে এবং জুমার সালাত ছুটে যাবে, তার উচিত হচ্ছে চার রাকা'আত যোহর আদায় করা।

## সতর্কীকরণ:

কোনো কোনো সময় দেখা যায়, কোনো লোক দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে, আর তার পিছনে রয়েছে একটি চেয়ার। তখন দর্শক মনে করল যে, লোকটির বুঝি চেয়ারের প্রয়োজন নেই, তাই সে চেয়ারটিকে সরিয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে মুসল্লি রুকু ও সাজদা করার জন্য সে চেয়ারে বসতে যায়; কারণ সে মনে করে চেয়ারটি তার পেছনে রয়েছে, ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়, কখনও কখনও এভাবে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে তার রোগ আরও বেড়ে যায়। এভাবে পড়ে গিয়ে সে যেমন তার সালাত ত্যাগ করে তেমনি তার ক্রোধও বেড়ে যায়, আবার কখনও কখনও যে এ কাজটি করেছে তার উদ্দেশ্যে কঠোর বাক্য কিংবা গালিও দিতে শুরু করে।

মাস'আলা: যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে তার জন্য উচিত হবে সালাত ত্যাগ না কর, বরং সে যেভাবে পারে সেভাবে এ সালাতটি সম্পন্ন করবে, এতে করে যদি তাকে এদিক সেদিক তাকানোও হয়ে যায় তবুও সমস্যা হবে না। কারও কারও মনে হতে পারে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। বস্তুত: এ ধরনের ঘটনা বাস্তব।

মাস'আলা: লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো কোনো মুসল্লি চেয়ারে সালাত আদায়ের সময় সামনে টেবিলের মত কিছু রেখে তার উপর সাজদা করে থাকে, [যেমনটি নিম্নের চিত্রে রয়েছে] এটা সুন্নাতের বিপরীত কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে, এটা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং মুসল্লির উচিত হবে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে যতটুকু সম্ভব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা। এটাই আসল কথা আর অধিকাংশ আলেমের মতও তা-ই।

মাস'আলা: চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী কোনো কোনো মুসল্লিকে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যখন সাজদা করতে চান তখন তাদের দু' হাতকে বাতাসে বিছিয়ে সেটার উপর সাজদা করেন। এটা করাও ঠিক হবে না। কারণ এর উপর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। এটি আসল নিয়মের পরিপন্থী কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে। বিশুদ্ধ হচ্ছে তাই যা পূর্বের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

## উপসংহার:

নামায আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্কের এক সেতুবন্ধ। নামায এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তার শর্তাবলী বর্তমান থাকা কালে তা (নাবালক শিশু, পাগল ও মাযুর মহিলা ছাড়া) কারো জন্য কোন অবস্থাতেই মাফ নয়। এমন কি যুদ্ধের ময়দানে প্রাণহন্তা রক্ত-পিপাসু শত্রুদলের সামনেও নয়! (কুরআন মাজীদ ৪/১০২) অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে, বসে না পারলে কাৎ হয়ে শুয়েও নামায পড়তেই হবে। (বুখারী, মিশকাত ১২৪৮ নং) ইশারা-ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা না করতে পারলে মনে মনে নিয়তেও নামায পড়তে হবে। চেষ্টা সত্ত্বেও পবিত্র থাকতে অক্ষম হলেও ঐ অবস্থাতেই নামায ফরয। (ইবনে উসাইমীন, কাইফা য়াতাত্বাহ্‌রুল মারীযু অয়্যুসাল্লী দ্রষ্টব্য)। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“এবং তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই তা বিনয়ী ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।”

যেভাবেই হোক নামায ত্যাগ করা যাবে না। নামায ত্যাগ করার মতো বড় গুনাহ আর হতে পারে না। চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী মুসল্লিদের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিধানগুলোই মূলত মৌলিক হুকুম-আহকাম। এতে পরিপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মানুষের কাজের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব। এ গবেষণাপত্রে যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণিত হলো তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে তা আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে।